দৈনিক অধিকার
odhikar.news

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির আর্ট এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটির ফটো ওয়াক সম্পন্ন

অধিকার ডেস্ক ২৪ নভেম্বর ২০১৮, ২২:২৩

স্কুল কলেজের গণ্ডী পেড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পা রাখলেই ব্যস্ততা যেন ঘিরে ধরে ছাত্র ছাত্রীদের। সময় হয়ে ওঠে না একটু অবসর নেয়ার। তাই,বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের ঠিক যে জিনিসটার কমতি, তা হচ্ছে সময়। হয়ত একেবারে সবার ক্ষেত্রে তা বস্তব না, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর অস্তিত্ব খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

বিশেষ করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে পড়াশোনা এবং অন্যান্য কার্যাবলি কেবল ইটপাথরের দেয়ালের মধ্যেই আটকে থাকে, সেখানে সময় যেন অমাবস্যার চাঁদ। খুব অল্পেই হাপিয়ে ওঠা ব্যতিক্রম কিছু নয়। তাই রোজকার এই ব্যাস্ত শহর, ক্লান্ত জীবন থেকে হঠাৎ ছুটি নেয়া অবশ্যক হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই লক্ষ্যেই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির আর্ট এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি বিগত ১৭ নভেম্বর রওনা হয় এক ছোট্ট ভ্রননের উদ্দেশ্যে। প্রায় ৪০ জন ক্লাব সদস্য মিলে যাত্রা শুরু করেন ময়মনসিংহের পথে।

প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কেবল পরিদর্শন ই নয়, ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ক্লাব সদস্যরা অংশ নিবে আর্ট এন্ড ফটো ওয়াক এ যেখানে তারা দলবদ্ধ হয়ে বাস্তব এবং সমসাময়িক দৃষ্টিকোন থেকে দৃশ্যমান বস্তু এবং মানুষের জীবন-যাপন নিয়ে ছবি আকা এবং তোলার অনুশীলন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা শুরু হওয়ার কিছুটা পরেই বোটানিক্যাল গার্ডেন। ১৯৬৩ সালে এ বোটানিক্যাল গার্ডেনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মধ্যে ঢুকেই চোখে পরে সারি সারি অচেনা সব গাছ, সুন্দর বাঁধানো রাস্তা আর তার দুই পাশের সুশোভিত বৃক্ষরাজি। এ গার্ডেনে ৫৫৮ প্রজাতি কয়েক হাজার গাছ রয়েছে। পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদ, পাল তোলা রঙিন নৌকা বাধা সারি সারি।

পরবর্তীতে তারা জমিদার বাড়ীর উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করে। জমিদার বাড়ীর নাম শশী লজ। প্রায় দেড়শ বছর আগে মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ৯ একর জমির ওপর দোতলা এ নয়নাভিরাম ভবনটি তৈরি করেন। নাম রাখেন তাঁর দত্তক ছেলে শশীকান্তর নামে। এ বাড়িটি ‘ক্রিস্টাল প্যালেস’ বা ‘রংমহল’ নামেও পরিচিত ছিল।

এই একদিনের ভ্রমন কোন বিস্তর অর্জন অথবা কাঙ্খিত বিজয় না হলেও ছিল অনেক দিনের জমে থাকা আকাঙ্ক্ষা যা সবার মনে নির্দ্বিধায় স্মরনীয় হয়ে থাকবে।